R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
ভারতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে কার্তিক, বুধবার, ১৪১২ সাল।
১৬ই নভেম্বর ২০০৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

আত্মরক্ষার তাগিদে বন্যাপ্রবণ ব্লকগুলোতে ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যাপ্রবণ ব্লকগুলোতে বন্যা দেখা দিলে কি কি পন্থা নেয়া প্রয়োজন এই নিয়ে ইউ, এন, ডি, পি নামে এক সর্বভারতীয় স্বেচ্ছা-সেবী সংস্থা সরকারী কর্মচারী ও বিভিন্ন ক্লাব থেকে বাছাই করা কিছু যুবককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পরবর্তীতে সেই সব ট্রেনিং প্রাপ্তরা অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেবেন। এইভাবে বন্যাপ্রবণ প্রতিটি গ্রামে এই প্রশিক্ষণ চলবে। গত এপ্রিল '০৫ থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এই সংস্থার সঙ্গে ভারত সরকারের 'মৌ' চুক্তিও হয়েছে। ইউনিসেফ-এর সহায়তায় ঐ সংস্থাটি এখানে বিশেষ ট্রেণার আভা মিশ্রকে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা করেন। মাস দু'য়েক আগে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস সংলগ্ন মাঠে ট্রেনিং প্রাপ্ত রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কয়েকজন সরকারী কর্মীসহ কিছু (শেষ পৃষ্ঠায়)

শহরের জনবহুল এলাকায় দুঃসাহসিক চুরি হচ্ছে, একের পর এক মোটর সাইকেল ছিনতাই হচ্ছে অথচ পুলিশ চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় চুরি, ছিনতাই, কেপমারি ক্রমশঃ বাড়ছে। গত ১০ নভেম্বর রাতে স্থানীয় জনবহুল এলাকা ফুলতলায় বারো হাত কালী বেদীর হাত কয়েক দূরে 'অভিনন্দন' ষ্টেশনারী ও তার দোতলায় মোবাইলের শো রুমে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। দুষ্কৃতীরা দোতলার টিনের ছাদের নিচে দেয়ালের ইট খসিয়ে ভিতরে ঢোকে। সেখান থেকে ১৯-২০টি মোবাইল সেট, প্রচুর ক্যাশ কার্ড, আগের দিনের বিক্রীর বেশ কয়েক হাজার টাকা হাচ কোম্পানীর গিফ্‌ট ব্যাগে ভর্তি করে ভিতর দিকের সিঁড়ির গ্রিল কেটে নীচে নেমে যায়। সেখানে প্রধান দোকানের দামী দামী জিনিসপত্র কয়েকটি ব্যাগে ভর্তি করে নিয়ে উধাও হয়। দুষ্কৃতীরা সংখ্যায় ৩/৪ জন ছিল বলে জানা যায়। এই ধরনের চুরি (শেষ পৃষ্ঠায়)

জি, আর বিলি নিয়ে কোন বৈষম্য হয়নি—পুরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুর্গা পুজোর আগে জঙ্গিপুর পুরসভায় যে জি, আর-এর গম দেয়া হয় তাতে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য তিন কুইন্টাল করে বরাদ্দ হওয়ার কথা। কিন্তু ফ্রন্টের ওয়ার্ডের জন্য তিন ও কংগ্রেসী ওয়ার্ডের জন্য আড়াই কুইন্টাল বরাদ্দ হয় এবং সামনে ঈদ তখন আবার দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ঈদ চলে গেলেও সে প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়নি। এ অভিযোগ কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের। এ প্রসঙ্গে পুরপতিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান—'কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের কোন নীতি আছে ? এ ব্যাপারে কেন তারা লিখিত অভিযোগ জানালেন না আমার কাছে ? যে ওয়ার্ডে যেমন লোক সংখ্যা সেই হারে জি, আর দেয়া হয়েছে। এতে রাজনীতির কি আছে ?' অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা বিকাশ নন্দের অভিযোগ 'পপুলেশন অনুযায়ী জি, আর বন্টন করা হয়েছে এটাও ভেক কথা। আমার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ও পাশের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে জনসংখ্যা প্রায় এক। অথচ আমি পেলাম আড়াই কুইন্টাল, ১৩ নম্বর পেল তিন। শুধু গমের ক্ষেত্রেই না, জামা, কাপড়, লুঙ্গি বিলির ক্ষেত্রেও একই বৈষম্য ধরা পড়েছে। এটাকে ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কি বলা যায় ?'

সুভাষ দ্বীপের চারটি গাছ গোপনে বিক্রী করা হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সুভাষ দ্বীপের চারটি জিলিপি গাছ প্রতিটি আটচল্লিশশো টাকা করে বিক্রি হয়ে গেল। কিনেছেন বালিঘাটার রাকিব হোসেন বলে খবর। কেউ জানতে পারলো না, কোন টেন্ডারও হলো না। এই গাছ বিক্রির কথা প্রথমে কেউ স্বীকার না করলেও পরে ওভারসীয়ার শ্যামল রায় চাপে পড়ে স্বীকার করলেও পুর দপ্তরে কোন টাকা জমা পড়েনি বলে খবর। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহকুমা জুড়ে ক্ষেত মজুরদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে ক্ষেত মজুরদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেষ হলো ১৫ নভেম্বর। ক্ষেত মজুরদের উল্লেখযোগ্য দাবীগুলোর মধ্যে আছে সারা বছর কাজ, সারা বছর মজুরী আইন মেনে চলা, ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষি পণ্যের উপরে ভরতুকি বন্ধ, ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইন বাতিল, ২০০৪ সালের বিদ্যুৎ বিল বাতিল ইত্যাদি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রস্তুতি কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে এক সভায় দুটি পৃথক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে গত ১৯৯৫ সালে গঠিত হয়েছিল "অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরাম"। এখানে তার শাখা গঠিত হলেও বর্তমানে তা কার্যকর নেই। সেই শাখা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হলো। আগামী (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে কার্তিক, বুধবার, ১৪১২ সাল।

পরিষেবা কাহারে কহে ?

উন্নততর পরিষেবা কথাটি প্রায়ই শোনা যায় নেতা মন্ত্রীদের ভাষণে, বিবৃতিতে। কার্যতঃ এখানে তাহার বিশেষ পরিচয় দেখা যায় না। অতি আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিষেবা যখন মিলে না তখন উন্নততর পরিষেবা প্রত্যাশা করা নিছক দুরাশামাত্র। অফিসেই হউক, কি হাসপাতালে, কি পারানির ঘাটে—সর্বত্রই তাহার অসদ্ভাব। পরিষেবার জন্য যাহারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাহারা সে সব বিষয়কে বুড়ো আঙুল দেখাইয়া দিব্য আরামে আয়াসে রহিয়াছেন। গত সপ্তাহে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখিয়া এমনই ধারণা প্রতীয়মান হয়। হাসপাতালে অসুস্থ মানুষকে আসিতেই হয়। কেহ সাধ করিয়া আসেন না। এই দেশে অনেক দুঃস্থ দুর্গত মানুষ আছেন যাহাদের গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া চিকিৎসা করাইবার সাধ্য নাই। তাই তাহাদের সরকারী হাসপাতালে আসিতেই হয়। দূরদূরান্তের প্রত্যন্ত গ্রাম হইতে তাহারা রোগ যন্ত্রণা লইয়া ছুটিয়া আসেন নিরাময়ের প্রত্যাশায়। বাজিতপুরের বাসিন্দা জনৈক সঞ্জিত দাস কয়েক দিন আগে অসুস্থ অবস্থায় আসিয়াছিলেন মহকুমা হাসপাতালে। তাহাকে ভর্তিও করা হইয়াছিল। প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ তাহার কোন চিকিৎসা হয় নাই। এমার-জেন্সীতে কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসার আশ্বাস দিয়াও শেষ অবধি প্রায় চব্বিশ ঘন্টা কোন চিকিৎসাই করেননি। হাসপাতাল সুপারের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়াই এক সার্জেন রোগীকে দেখেন তখন কিন্তু রোগীর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ। চিকিৎসক ব্যর্থকাম হন এবং তারপরই রোগীকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহার পূর্বেও এই হাসপাতালে জনৈকা মহিলার ক্ষেত্রেও হেনস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন হাসপাতালের জনৈক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসক ছুটিতে থাকিলেও যে অবস্থা হাসপাতাল কোয়ার্টারে অবস্থান করিলেও একই ব্যাপার ঘটিতেছে এই হাসপাতালে। সাধারণ মানুষ সামান্যতম পরিষেবা, বলা ভাল সামান্যতম মানবিক সহানুভূতি লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া পরিষেবা বিষয়ে হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছেন।

অপর ঘটনা ফেরিঘাটের পাড়ানির কড়ি লইয়া ঘাটওয়ালাদের জুলুমবাজি। ঘাট নিলাম যখন হয় তখন নিলাম ইস্তাহারে কিছু বিধিনিয়ম নির্দেশিত থাকে। গত পূজার সময়ে বহু সংখ্যক মানুষ ঘাট দিয়া পারাপার করেন। তখন ইজারাদারের নিযুক্ত কর্মচারীরা যাত্রী সাধারণের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত ভাড়া মাথা পিছু পঞ্চাশ পয়সার পরিবর্তে এক টাকা আদায় করে। এখন কথাটা হইল স্থানীয় মহকুমা হাসপাতাল এবং ফেরিঘাট একই পুরসভার অন্তর্গত এবং তাহার দেখভালের দায়-দায়িত্ব নিশ্চয়ই পুরসভার উপরে বর্তায়। পারাপারের ব্যাপারটিও পরিষেবার মধ্যেই পড়ে বলিয়া আমাদের ধারণা। হাসপাতাল যখন আমজনতার চিকিৎসিত হইবার কেন্দ্র তেমনি ফেরিঘাটও তাহাদের কার্য-ব্যাপদেশে পারাপারের ক্ষেত্র। এই দুইটি বিষয়ে বিশেষ ফারাক নাই। হাসপাতালে চিকিৎসার অবহেলা, দালালের দাপট স্বাস্থ্য পরিষেবাকে যেমন প্রতিনিয়ত ব্যাহত করিতেছে তেমনি ফেরিঘাটেও ইজারাদার নিযুক্ত কর্মচারীদের আর্থিক জুলুমও জনপরিষেবাকে কলঙ্কিত করিতেছে। পুরসভার উন্নয়ন যখন দ্রুত-গতিতে চলিয়াছে, শহরের অনেক কিছুরই পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, পরিমার্জন চলিতেছে সমতালে তখন পরিষেবার ক্ষেত্রগুলিতে লক্ষিত হইতেছে হয় অবহেলা নয় জুলুমবাজি। ইহা চলিতে দেওয়া কী বাঞ্ছনীয় ? আমজনতার মনে সেই প্রশ্নচিহ্ন উঁকিঝুকি দেয়।

অন লাইন লটারী বন্ধে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ানে অন লাইন লটারীর দাপটে সাধারণ মানুষ ও বিড়ি শ্রমিকরা সর্বশান্ত হলেও পুলিশ চুপ। দৈনিক দু' থেকে আড়াই লক্ষ টাকার খেলা হয় এখানে বলে খবর। অন লাইন লটারী বন্ধে গত ২৯ অক্টোবর স্থানীয় আর এস পির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ডি, আই, বি দপ্তর ব্যাপারটা দেখছে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মুখর অতীত প্রসঙ্গে-১

"জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত "মুখর অতীত" মুগ্ধ হয়ে পড়ছিলাম। গতকাল কাশী থেকে ফিরে তার সমাপ্তিটা পড়ে আরও ভাল লেগেছে। চিত্তবাবুর মর্ম্মপীড়া অনেকের মত আমারও মর্ম্মজ্বালা। সকলের কথা তার মত আদর্শবাদী মানুষের প্রকৃত আর্তনাদ স্বরূপ। কত শহীদের, কত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কত আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়েছে দেখে ও অনুভব করে তিনি জ্বালা প্রশমিত করুন। কিন্তু মাথা ও বিবেক এইভাবে ঋজু রেখে।

স্বাধীন সান্যাল, বহরমপুর

মুখর অতীত প্রসঙ্গে-২

'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ বিগত কয়েকটি সংখ্যায় চিত্ত মুখার্জীর ধারাবাহিক "মুখর অতীত" এর সম্প্রতি পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আমি চিত্তবাবুর প্রত্যেকটা লেখা খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছি। তাঁর লেখায় অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রকৃত চিত্রটা খুব সুন্দরভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো একটা কথা না লিখলে অস্পষ্টতা থেকেই যায় যে চিত্তবাবুর রাজনৈতিক জীবনের চলার পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বর্তমান দিনের ন্যক্কারজনক দূষিত ও স্বার্থযুক্ত রাজনীতির সঙ্গে তখনকার রাজনীতির ফারাক ছিল অনেক। "মুখর অতীত" হয়ত অনেকের কাছে "না পসন্দ" হবে বা এমনও বলতে তাদের তথাকথিত বর্তমান রাজনীতির 'র' না জানা কালকের নব্যযুবকদের বা নেতাদের শুধুমাত্র "এটা নিছক আত্মপ্রচার" বই আর কিছু নয় বলতেও শোনা যেতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমার তথাকথিত রাজনীতি করা লোকেদের চিত্তবাবুর বক্তব্য দিয়েই বলি "কোলকাতায় বাড়ি এবং হাতে তেলের বাটি না থাকলে কোন দলেই তেমন কল্কে জোটে না"—আজ। আজকের সামাজিক অস্থিরতা ও দূষিত পরিবেশের জন্য বর্তমান দিনের কতিপয় রাজনৈতিক দলের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার ঘৃণ্য মানসি-কতাই এর জন্য দায়ী এ কথা হলপ্ করেই বলা যায়। শান্তির বাতাবরণ আজ কোথায় ? ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের কোন নিরাপত্তা আজ আছে কি ? অন্যায় চোখের সামনে দেখেও তার প্রতিবাদ করার মনোবৃত্তি আর দৃঢ় মানসিকতা আজ আমাদের নাই। "আপনি বাঁচলে বাপের নাম"—এর মত পরিস্থিতি। প্রতিবাদ করতে গিয়ে জীবনের দায়িত্ব কে নেবে ? তবে "মুখর অতীত" শীর্ষক লেখাটিতে চিত্তবাবুর খেদোক্তি বা আক্ষেপ যেন আজকের সমাজের "ছাপোষা" মানুষদের প্রায় সকলেরই অন্তরের অব্যক্ত কথারই প্রতিধ্বনি।

মুক্তা ঘোষাল, রঘুনাথগঞ্জ

॥ দিল বচপন ॥

অনুপ ঘোষাল

কারো বয়েস জিগ্যেস করা অভদ্রতা। মেয়েরা তো রীতিমত অপমান বোধ করেন আর পুরুষও এ প্রশ্নে কম অস্বস্তিতে পড়েন না। নিজের বয়েস লুকোন না, এমন মানুষ আর কটা!

দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। হৈ হৈ করে সময় পিছলে পালাচ্ছে। শিশু থেকে বালক—ট্যাঁ থেকে ভ্যাঁ, বালক হচ্ছে কিশোর—নাকের নিচে নরম প্রজাপতি, কৈশোর ফুরিয়ে প্রখর যৌবন—দো চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত, যৌবন থেকে লাফ মেরে প্রৌঢ়ত্ব—জুলফির রুপোলি চুল কটাকে উপড়ে না ফেললে সামলানো যাচ্ছে না; তারপর বার্দ্ধক্য—সব সাদা, শান্তি। বলহরি হরিবোল। বেড়ে খেল দুনিয়ার!

যৌবনকে মানুষ ভালবাসে। প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্যকে বড় ভয়। মানুষ বুড়োতে চায় না; চাই না বলে মাথা খুঁড়লেও সময় হতচ্ছাড়া তো থামে না, ছুটছে তো ছুটছেই। চোখে চালশে ধরে, চুলের রঙ বদলায়, চিকন চামড়ায় ঈশ্বরধোপা খাসা, 'গিলে' করে দেন। দাদা থেকে কাকু। সেই কাকু থেকে জেঠু-মামু নয়, হঠাৎ একদিন পথঘাটের ছোকরার কণ্ঠে 'দাদু' ডাকে কেঁপে ওঠে বুকের ভেতর। হয়ে এল হে, তৈরী হয়ে নাও!

মামদোবাজি, তৈরী হয়ে নাও বললেই হল? মানুষ হাল ছাড়ে না সহজে। চুলে চাপে রঙ, দাঁত বাঁধাই হয়। হাতের চামড়ার 'গিলে' ঢাকতে ফুলহাতা পাঞ্জাবিতে 'গিলে' করে আতর চাপিয়ে দেন। শখের গোঁফটি কাঁচা-পাকায় ফিফটি-ফিফটি হতেই মুড়িয়ে সাফ। ক্লিন-শেভড চকচকে বাবু। বয়েস শুধোলে ঢোঁক গিলে বলেন, 'দূর মশায়, কী যে বলেন! এই তো চল্লিশ পেরোলুম!' একচল্লিশেও চল্লিশ পার, আর পঞ্চাশেও 'চল্লিশ পেরোলুম' বললে—কী আর মিথ্যেটা বলা হল? বউ বললে, ঢং! বুড়োতে চলল, এখনও শখ গেল না, শখ বলে কথা, গেলেই হল? তোমার কাছে বুড়ো-হাবড়া, দাঁত খুলে আদর করতে গেলে সোহাগ ফসকে যায়? কিন্তু বাইরে? ঘরের বাইরেও তো একটা দুনিয়া আছে। রঙিন পৃথিবী। সেখানে বসন্তের হিল্লোল বারো মাস। সেই বাইরের জগৎটায় মানুষ বুড়োতে যাবে কোন আক্কেলে? মনোহারির দোকানদার জানালেন—অল্প বয়েসে যাদের চুল পেকে যাচ্ছে তারা কলপ কিনছে না। চামড়ার টানে বয়েসটা তো সত্যিই বুড়িয়ে যাচ্ছে না তাদের! তাদের অত মাথাব্যথা নেই। যত 'হেয়ার-ডাই' এর ক্রেতা ষাট ছুঁই ছুঁই 'দিল বচপন' বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। বুড়ো না হলে কেউ কলপ কেনেন না। 'উমর পচপন' এ 'দিল বচপন' রাখার জন্য রঙ চাই ভিতরে বাইরে। শুধু চুল রঙ নয়, একটু চিকন জামাকাপড়, ফুরফুরে এসেন্স, দুবেলা ক্লিন শেভ, ঠোঁটে দু'কলি হিন্দি ফিল্মের হুনহুন.......। যৌবনকে জাপ্টে ধরে রাখব। বউ বুড়ো হাবড়া বলে চিল্লিয়ে গলা ফাটাক, বাজারে দাম কমাব কেন?

চুলে টাটকা কলপ চাপিয়ে, ফুলছাপ গেঞ্জিতে চমকে চোখের কোণায় ফ্যাশনেবল যুবতীটির দিকে নজর ছোঁয়াতেই মেয়েটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললে, 'জ্যাঠামশাই, চিনতে পারেননি? আমি ভুবন মিত্তিরের মেয়ে মিলি!' ভুবন, মানে ছেলেবেলার সেই বন্ধু। খুকিটা এত বড় হয়ে গেছে? ছিঃ ছিঃ! এতগুলো বছর গড়িয়ে গেল কোন ফাঁকে! চাবুক খেয়ে অমুকবাবু চুলে রঙ কেনা ছাড়লেন। সংসারে মাসে দু'শিশির দাম চৌষট্টি টাকা সাশ্রয়। দুবেলা স্ত্রীর জন্য দু'বেলা দুধ বরাদ্দ করা গেল।

প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে যুবক আহত, অপরাধীদের কোন সন্ধান মেলেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৪ নভেম্বর ঈদের দিন বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালা গ্রামে ঘরোয়া বিবাদের জেরে প্রকাশ্যে আলিম সেখ নামে এক যুবক ছুরিকাঘাতে আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। জানা যায়, বাড়ালা গ্রামের বেশ কয়েকজন আসানসোলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। সেখানে সুরাহাজ সেখকে তার প্রয়োজনে দুশো টাকা ধার দেন আলিম। ঈদে সকলে বাড়ী আসেন। ঘটনার দিন আলিম সকলের সামনে সুরাহাজকে টাকা চাইলে সে উত্তেজিত হয়ে টাকা না দেবার কথা জানায়। এই নিয়ে বচসা বাধলে সুরাহাজ আলি ও তার তিন ভাই আলিমকে মারধোর করে শেষে এলোপাথারি ছুরি দিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনাকে নিয়ে আহত আলিমের বোন ও স্ত্রী লাঞ্ছিত হন। অপরাধীদের শাস্তি ও আলিমের চিকিৎসার যাবতীয় খরচের দাবীতে গ্রামে সভা বসে ও থানায় ডেপুটেশন দেয়া হয়।

সাটার স্মারকলিপি

সংবাদদাতা ঃ ওয়েষ্ট বেঙ্গল সার্বডিনেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে কৃষি দপ্তরের জেলাস্তরের অফিসগুলিকে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং কে, পি, এসদের এস, এ, এস ক্লাস টু পদে ১০০% পদোন্নতি, ডবলিউ, বি, জে, এ, এস, ক্যাডারের ১৫৫টি পদ সৃষ্টি, এস, এ, এস-টু ক্যাডারদের ১১নং বেতন স্কেল, চুক্তি প্রথায় নিয়োগ বাতিল, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের নিঃশর্ত চাকুরী, বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা প্রদান ও ৫০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা মূল বেতনের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ, কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে সঠিক সময়ে উন্নতমানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি ১৭ দফা দাবীতে গত ২৫ অক্টোবর রাজ্যের প্রত্যেক জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের অফিসে জেলাস্তরে গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং কৃষি সচিবের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেশ করেন।

বয়েস হঠাৎ কমে যায় কারো কারো। নানা কারণে। ঠিক বয়েসে বিয়ে না হলে কিংবা আচমকা বউ মরে গেলে দুমদাম করে বয়েস কমতে থাকে। 'এই যে সেদিন বল্লেন সাঁইত্রিশ, আর গিন্নী চোখ বুজতেই বত্রিশ বনে গেলেন? এক ধাক্কায় পিছন পানে পাঁচটি বছর লাফ?' জুলফির পাক ঢেকে বিপত্নীক বলেন, 'বাইশ বলিনি, এই তোমার বাপের ভাগ্যি। বাজে কথা খর্চা না করে কনে খোঁজো!'

মেয়েদের বয়স অমন না কমলেও বাড়তে চায় না কিছুতেই। নায়িকাটি ফিল্মে যেদিন এলেন সেদিনও তেইশ আর যেদিন রোল না পেতে পেতে রিটায়ার করলেন সেদিনও তেইশ। প্রেস কনফারেন্সে জানালেন, মাত্র তেইশেই অভিনয় ছেড়ে প্রযোজনায় চলে যাচ্ছেন। সাংবাদিকরা হায় হায় করে জিজ্ঞেস করল, 'দু যুগ আগে তবে ক'বছর বয়েসে অভিনয়ে এসেছিলেন?' উত্তরে ভ্রূ নাচিয়ে নায়িকা বল্লেন, 'দু যুগ.... মানে চব্বিশ বছর, ও। যখন প্রথম নায়িকা হিসাবে ফিল্মে আসি তখন আমার জন্মই হয়নি। তেইশ থেকে চব্বিশ বিয়োগ করলে তাই দাঁড়ায়। যত বিদঘুটে প্রশ্ন; এমন করলে ইন্টারভিউ দেব না।'

এক ভদ্রলোক খবর নিয়ে জানতে পারলেন, সাত বছর আগে বদুপুত্রের জন্য যে মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিলেন, তার এখনও বিয়ে হয়নি। শুনে দুঃখ হল। আর একটি বয়স্ক পাত্রের বাপকে ধরে নিয়ে গেলেন সেখানে, ভাবলেন মানিয়ে যাবে। কন্যার পিতাকে জিজ্ঞেস করা হল, মেয়ের বয়স কত হল?' তিনি মুখস্থ আওড়ে দিলেন, 'সাতাশ'। 'সে কি মশাই, সাত বছর আগেও তো বল্লেন সাতাশ!' আকর্ণ হেসে মেয়ের বাপ বল্লেন, 'ভদ্দরলোকের এক কথা।' জীবনে কোথাও কথা রাখতে পারেন না বলে ভদ্রলোকের দুর্নাম ছিল। তাই মেয়ের বয়সের কথাটা নড়চড় করেন না।

যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ নভেম্বর রাতে রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরের নিমাই রবিদাসের (৩৪) রহস্যজনক মৃত্যু এলাকার মানুষকে স্তম্ভিত করে। কারণ মৃত্যুর আগের দিনও নিমাইকে নাকি তার ঢপে বিড়ি-সিগারেট বিক্রী করতে দেখা যায়। গলায় দড়ি, গায়ে আগুন, তার ওপর সারা শরীরে ইলেকট্রিকের তার জড়ানো অবস্থায় পুলিশ ঘর থেকে নিমায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে। বেকারত্বের জ্বালা বা মানসিক অবসাদকেও মৃত্যুর কারণ বলে অনেকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

প্রস্তুতি কমিটি গঠন (১ম পৃষ্ঠার পর)

২৪ নভেম্বর কলকাতা মহাজাতি সদনে ফোরামের যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে তাকে সামনে রেখে। এছাড়া বেগম রোকেয়া শওকত—যিনি ১৯১১ সালে শওকত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীমুক্তি ঘটানোর চেষ্টা চালান, তাঁর জন্মের ১২৫ বৎসর পূর্তিতে একটি অনুষ্ঠান করা হবে এবং তার জন্যও প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির একটি সভা হবে ম্যাকেঞ্জি প্রাইমারি স্কুলেই ১৬ নভেম্বর বিকেলে। সেখানে এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। জানা গেছে, স্থানীয়ভাবে রোকেয়া বেগম ও নারীমুক্তি নিয়ে নানা প্রতিযোগিতা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে। প্রধানত অনুরাধা ব্যানার্জী ও হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন হয়। জেলা থেকে উপস্থিত ছিলেন আবু রাইহান বিশ্বাস।

একদিনের প্রতীক ধর্মঘট (১ম পৃষ্ঠার পর)

রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ৬২টি গ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ-২ এর ১৬টি, সুতী-১ এর ৩২টি, সামসেরগঞ্জের ৪০টি এবং সাগরদীঘি ব্লকের ৫২টি গ্রামের ক্ষেত মজুররা এই ধর্মঘটে সামিল হন। প্রায় ১৫ হাজার ক্ষেত মজুরের এক মিছিল বার হয়। সর্বোচ্চ মজুরী ৬০·০০ ও সর্বনিম্ন মজুরী ৪৮·০০ এর দাবীতে এই প্রতীক ধর্মঘট বলে জানা যায়। এই ধর্মঘটকে সফল করতে বেশ কিছুদিন থেকে গ্রামগুলোতে পথসভা, মিছিল চালু ছিল বলে জানান সি, পি, এমের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

প্রশিক্ষণ চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

যুবক-যুবতী এক চমকপ্রদ ও প্রশংসনীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন, যা দেখে জনসাধারণ উপভোগ করেন। তবে কর্মসূচীটি জনস্বার্থে হলেও প্রচারের আলোয় আসেনি। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, হঠাৎ বন্যা এলে গ্রামে গ্রামে বা তীরবর্তী এলাকা থেকে চটজলদী কিভাবে বৃদ্ধ, অক্ষম, অসুস্থ বা বাচ্চাদের আগে সড়ানো যায়, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, গৃহপালিত পশুপাখীদের কোথায় রাখা যাবে, মানুষ জলবন্দী অবস্থায় কি খাবে, কিভাবে রাতে বিশেষ সাবধানতা নেবে তার বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সরকারী সাহায্য আসার আগেই প্রাণরক্ষা ও দামী মালপত্র, জরুরী কাগজপত্র রক্ষার ব্যবস্থা যাতে জনগণ করতে পারেন তারও মহড়া চলে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে।

গাছ গোপনে বিক্রী করে দেয়া হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

চরের গাছ অনেক আগে থেকেই বেহিসেবিভাবে কেটে নেয়ার অভিযোগ আছে। সে সময় দায়িত্বশীল এক কাউন্সীলর এর সাথে যুক্ত থাকায় এই ঘটনা নিয়ে কোন হেলদোল হয়নি। এ প্রসঙ্গে পুরপতির বক্তব্য, চরের কালী মন্দিরের পাশে ভেঙে পড়া একটা গাছ গজেন তেওয়ারী সামান্য দামে বিক্রী করে দেন বলে শুনেছি। এর বেশী কিছু জানি না।

হিন্দু মিলন মন্দিরের বস্ত্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাগরদীঘির চাঁদপাড়া গ্রামের ৩৪টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় গত ১৩ নভেম্বর। অনুষ্ঠান শেষে ভোজনেরও ব্যবস্থা ছিল।

লোকের চাপে সুভাষ দ্বীপের ঝুলন্ত সেতু বিকল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৪ নভেম্বর ঈদের দিন জঙ্গিপুর পুরসভা পরিচালিত সুভাষ দ্বীপে অসম্ভব লোকের চাপ ছিল। এর ফলে ঝুলন্ত সেতুর এক দিকের তার ছিঁড়ে যায় ও উল্টো দিকের স্তম্ভের ওপরের কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়ে সেতুটি এক দিকে কাত হয়ে পড়ে। এর ফলে সেতুর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা বহু মানুষ দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেন। কয়েকজন পায়ের চাপে আহত হন। ঝুলন্ত সেতুটি অকেজো হয়ে পড়ায় উৎসাহী মানুষজন এখন নৌকায় দ্বীপে যাতায়াত করছেন। ঈদের দিন মানুষের ভীড়ের কথা জানা সত্ত্বেও পুর কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেয়নি বলে অনেক ভুক্তভোগীর অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে পুরপতির বক্তব্য, 'সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অবহেলা অবশ্য। সেতুটির বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় ওটি বন্ধ করে দিয়েছি। মিস্ত্রীকে খবর দেয়া হয়েছে। এলে খরচের এষ্টিমেট পাওয়া যাবে।' উল্লেখ্য, ২০০০ সালের বন্যার পরও এই সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Wanted 2 Accountant

Required accountant and computer operator for a reputed concern. Experienced / fresh skilled candidates. Good academic backgroud. Apply with full biodata. Contact No. Minimum Qualification Graduate.

Apply at : P. O. Box No. 90, Jangipur Sambad.

ছিনতাই হচ্ছে অথচ পুলিশ চুপ (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই অঞ্চলে বহু দিন হয়নি বলে আশপাশের ব্যবসায়ীরা জানান। এখন পর্যন্ত পুলিশ একজনকেও ধরতে পারেনি। গত ৩১ অক্টোবর ফাঁসিতলা এলাকায় অগ্নিফৌজ ক্লাবের উল্টো দিকে রাস্তার ধারে মোটর সাইকেল রেখে স্থানীয় প্রবোধ দাস তাঁর শ্বশুরবাড়ী যান। অল্প সময় পরে বাইরে এসে দেখেন মোটর সাইকেল নেই। থানায় বিস্তারিত জানানো হয়। ঐ দিন সন্ধ্যেয় সদরঘাট থেকে চুরি হয় একটি লেডিস ও একটি জেন্টস সাইকেল। গত ২৯ জুলাই জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী সৌমিত্র সি হরায়ের মোটর সাইকেল-টিও স্থানীয় অরবিন্দ পল্লী থেকে একইভাবে চুরি যায়। তিনিও থানায় ডাইরী করেন। কিন্তু পুলিশ এর কোন কিনারা করতে পারেনি। গত ১২ নভেম্বর রাতে জঙ্গিপুর বাবুবাজারের সুফল দাসের বিশাল জারসি গাই তাঁর বাড়ী থেকে চুরি যায়। গাইটির দাম ১৮/২০ হাজার টাকা হবে বলে জানা যায়। গত ৩ নভেম্বর বাবুবাজারে শিক্ষক সুমিত দাসের বাড়ীর পিছন থেকে একটি ৮/৯ বছরের মেয়ের সোনার রিংকান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এক দুষ্কৃতী। এই ধরনের ঘটনা এখানে নিয়মিত ঘটছে। টাউনের নিরাপত্তা এক রকম হারিয়ে গেছে। অথচ পুলিশ কোন কিছুর কিনারা করতে তৎপর নয়। গরু পাচার ও বর্ডার কারেন্সীর বখরা পেতে পেতে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা এখন কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা ভালোই বোঝা যাচ্ছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।